বঙ্গবন্ধুর কৃষি উন্নয়ণ ভাবনা

মোঃ জয়নাল আবেদীন

বঙ্গবন্ধু জীবনভর মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এজন্য ১৩টি বছর পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে আটক থাকতে হয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা ছিল আইয়ুব খানের। কিন্তু ছাত্র-জনতার আপোষহীন সংগ্রামে তিনি মুক্ত হয়ে 'বঙ্গবন্ধু' হন। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার ম্যান্ডেট পান। কিন্তু পাকিস্তানী সেনা শাসকরা তাঁকে ক্ষমতা না দিয়ে বাঙ্গালী জাতিকে চিরদিন পদানত রাখার মতলবে ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাতে সামরিক অভিযান চালায় ও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। ফলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালি বাঁচার তাগিদে বিদ্রোহী হয়। হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। করে যুদ্ধ। ভারতীয় সমর্থনে ও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য শীষ্য তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে মাত্র নয় মাসে দেশ হয় স্বাধীন। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু মুক্ত হয়ে 'জাতির পিতা' হয়ে দেশে ফিরেন। গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রীত্ব। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্য নিয়ে তিনি দেশ পরিচালনা শুরু করেন। কিন্তু দেশের উগ্র ২/৩ টি দলের সশস্ত্র কর্মকান্ডে বঙ্গবন্ধুর দলের কয়েক হাজার নেতা কর্মী নিহত হয়। বহু বাজার, হাট, ব্যাংক লুট হয়। বাংলাদেশ কিউবায় পাট রপ্তানী করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু সরকারের উপর রুষ্ট হয়। মার্কিন ষড়যন্ত্রে ১৯৭৪ সালে দেশে সাময়িক খাদ্য সংকট হয়। সম্ভবত এসব কারণেই বঙ্গবন্ধু সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার এবং সকল দলকে নিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' গঠন করেন। এটা ছিল তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এটাকে তিনি অবহিত করেছিলেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে। সিস্টেম পরিবর্তন করে দেশে বহুদলীয় পদ্ধতির স্থলে সকল দলকে নিয়ে জাতীয় বৃহৎ দল গঠনের ব্যাখ্যা তিনি জীবনের শেষ বক্তৃতা সমূহে দিয়েছেন। যার সরল অর্থ দাড়ায় "দেশকে নিজের পায়ে দাঁড় করার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সর্বক্ষেত্রে ঘুষ দূর্নীতি উচ্ছেদ, জনসংখ্যা হ্রাসকরণ ও জাতীয় ঐক্য গড়া"। দ্বিতীয় বিপ্লব সর্ম্পকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- "সেকেন্ড রেভ্যুলেশন যে করেছি আমি চারটা প্রোগ্রাম দিয়েছি। এটাই শেষ নয়। শেষ কথা নয়, এটা হলো স্টেপ। ডেভেলপমেন্ট, মোর প্রোডাকশন, ফাইট এগেইনষ্ট করাপশন, আর ন্যাশনাল ইউনিটি এ্যান্ড ফ্যামিলি প্লানিং। এগুলো করলে আমরা একটা শোষনহীন সমাজব্যবস্থা গড়তে পারবো-যেখানে মানুষ সুখে স্বাচ্ছন্দে বাস করতে পারবে এটাই হলো আমার সেকেন্ড রেভ্যুলেশনের মূল কথা-এ জন্যই আমি সেকেন্ড রেভ্যুলেশনের ডাক দিয়েছি"।

দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ন করার জন্য বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব ভাবনা ছিল। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁর প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকেই। তিনি সরকার প্রধান হিসেবে জাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য যে সব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেন-তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কৃষি খাতের উন্নয়ন ও পূর্ণগঠন। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে তিনি বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমনকালে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের দুঃখ, অভাব স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাদের থেকে পেয়েছেন শর্তহীন ভালবাসা ও সম্মান। মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের কৃষক-শ্রমিকদের অবদান ও তাদের দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহায়তার কথা তিনি জেনেছেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে আমাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। মুক্তিযুদ্ধে অগনিত কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্যে তিনি কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার গৃহীত এ সব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল ঃ

০১। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি অবকাঠামো পুনঃ নির্মান ;

০২। ১৯৭২ সালে জরুরী ভিত্তিতে বিনামূল্যে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নামমাত্র মূল্যে বেশি করে কৃষি পন্য উৎপাদনের জন্য ১৬,১২৫ টন ধান বীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ ও ১০৩৭ টন গম বীজ সরবরাহ করা হয় ;

০৩। ১৯৭৩ সালে হ্রাসকৃত দামে ৪০০০০ শক্তিচালিত লো-লিফট পাম্প, ২৯০০টি গভীর নলকূপ ও ৩০০০টি অগভীর নলকূপ কৃষকদের সরবরাহ করা হয় ;

০৪। পাকিস্তান আমলের রুজুকৃত ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁদের সকল কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হয় ;

০৫। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য রহিত করা হয় ;

০৬। ধান, পাট, আখ, তামাকসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পন্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারন করা হয় ;

চলমান পাতা - ০২

০৭। গরীব কৃষকদের জন্য স্বল্পমূল্যে রেশন সুবিধা ও ছেলেমেয়েদের সরকারী ব্যয়ে লেখা পড়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারিকরণ করা হয় ;

০৮। কৃষি উন্নয়নের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির জন্য বঙ্গবন্ধু প্রতি থানায় (বর্তমানে উপজেলা) একটি করে কৃষি ব্যাংকের শাখা খোলার কর্মসূচী গ্রহণ করেন ;

০৯। কৃষকদের ভর্তুকি দিয়ে ইউরিয়া, পটাশ ও টিএসপি সারের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক এসব কর্মসূচী গ্রহনের ফলে কৃষিতে আধুনিক সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৫ সালে ঘোষিত দ্বিতীয় বিপ্লবে কৃষিতে বঙ্গবন্ধু আমুল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক কৃষি সমবায় পদ্ধতি চালুর কর্মসূচী নিয়েছিলেন। এ কর্মসূচীর মধ্যে ছিল -

০১। প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কৃষি সমবায় গঠন করে ইউনিয়নের সকল জমির মালিক, সকল ভূমিহীন কৃষক-শ্রমিককে এই সমিতির সদস্য করা ;
০২। সরকারি তরফ থেকে কৃষি উৎপাদনের জন্য কৃষি উপকরণ, সার, সেচ, ট্রাক্টর, কৃষি ঋণ ইত্যাদি যোগান দেয়া।
০৩। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন গতানুগতিক হারের চেয়ে অনেক গুন বৃদ্ধি করা।
০৪। উৎপাদিত পন্যের বন্টন ব্যবস্থা সুষমকরণ। এ ব্যবস্থায় উৎপাদিত ফসলের এক ভাগ জমির মালিক, এক ভাগ ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিক এবং এক ভাগ ইউনিয়নের সরকারি খাদ্য গুদামে জমা করণ।
০৫। সরকারি খাদ্য গুদামে জমাকৃত ফসল রেশনিং পদ্ধতিতে ইউনিয়নের জনগনের মাঝে ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করণ।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট ঘাতকদের হাতে যদি বঙ্গবন্ধু অকালে মৃত্যুবরন না করতেন-যদি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে তিনি ৪/৫ বছর এগিয়ে যেতে পারতেন তা'হলে বাংলাদেশ আজ এশিয়ার মধ্যে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হতো। কিন্তু কায়েমী স্বার্থবাদী আন্তর্জাতিক মোড়লেরা এবং তাদের এদেশীয় তাবেদাররা কখনও চায় না-বাংলাদেশ স্বনির্ভর হোক-নিজ পায়ে দাঁড়াক। তাই তারা ষড়যন্ত্র করে ১৫ আগষ্টের হত্যাকান্ড ঘটায়। যার ফলে স্বাধীনতার মূল চেতনা থেকে জাতি পিছিয়ে পড়েছে। চরণ, শোষণ ও দূনীর্তির কারণে ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত ও বঞ্চিত। অপরদিকে ২০ লক্ষ মানুষ বিত্তবান, সম্পদশালী হয়েছে। এ অবস্থার জন্য ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করিনি। এ অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে হবে। তাই স্বাধীনতার সুফল জনগনের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের পথে চলা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

<u>তথ্য সূত্র ঃ</u>

০১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা, এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা।
০২। বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ঃ কৃষি ও কৃষকের দেশ, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, বেতার বাংলা, জাতীয় শোক দিবস, ১৯৯৭ সংখ্যা।
০৩। বাংলাদেশে দারিদ্র-বৈষম্য-অসমতা ঃ একীভূত রাজনৈতিক-তত্ত্বের সন্ধানে' আবুল বারকাত, লোক বর্ক্তৃতা ২০১৪, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

লেখক ঃ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক ও ব্যাংকার। জীবন সদস্য, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।